৪। প্রশিক্ষণের সময় সবার জন্য যাতায়াত ভাতা, বিনা খরচে থাকা, দৈনিক ৪০/- টাকা হারে খাওয়া খরচ এবং প্রয়োজনীয় পোশাকাদি (যেমন সদস্যদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জুতা, মোজা, বেল্ট, গেঞ্জি ও ব্যাজ এবং সদস্যাদের জন্য শাড়ি, স্কার্ফ, ব্যাজ ইত্যাদি।

৫। ভিডিপি কল্যাণ তহবিল থেকে :

ক। অপরাধ দমনমূলক কাজ, সংগঠন জোরদারকরণ, চোর, ডাকাত ও দুষ্কৃতিকারী আটক, অস্ত্র উদ্ধার, চোরাই মাল আটক এসবের জন্য আর্থিক পুরস্কার।

খ। উন্নয়নমূলক কাজে প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য আর্থিক পুরস্কার।

গ। সদস্য-সদস্যাদের ক্লাব, সমিতি ও নৈশ বিদ্যালয়ের জন্য আর্থিক অনুদান।

ঘ। কর্মরত অবস্থায় নিহত বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়া দলপতির পরিবারের জন্য এককালীন ৬,০০০/- টাকা এবং সদস্যদের পরিবারের জন্য এককালীন ৫,০০০/- টাকা অনুদান।

ঙ। কর্মরত অবস্থায় নিহত বা অকর্মণ্য হয়ে পড়া দলপতির পরিবারের জন্য মাসিক ২৫০/- টাকা এবং সদস্যদের পরিবারের জন্য মাসিক ২০০/- টাকা হিসাবে ভাতা।

চ। শহীদ দলপতি বা সদস্যের মেয়ের বিয়ের জন্য এককালীন ২,০০০/- টাকা অনুদান।

ছ। চিকিৎসার জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে অর্থ সাহায্য করা।

জ। নিহত বা পঙ্গু দলপতি বা সদস্যের ছেলেমেয়েদের জন্য ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে উপরের ক্লাসে পড়াশোনার জন্য বৃত্তি।

ঝ। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আহত হলে চিকিৎসা ও রক্ত ক্রয় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় খরচ।

ঞ। গরীব সদস্য-সদস্যাদের সন্তানদের চিকিৎসা, কারিগরি, পেশাভিত্তিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ে উচ্চতর পড়াশোনার জন্য বৃত্তি।

ট। মানবিক কারণে আর্থিক সাহায্য।

৬। সমাবেশে যোগদানের জন্য যাতায়াত ভাতা এবং খাওয়া, নাস্তা ও গাছের চারা প্রদান। জাতীয় পর্যায়ে সমাবেশে দৈনিক ভাতা।

৭। বিনামূল্যে প্রতিরোধ পত্রিকা।

৮। উৎসাহীদের জন্য খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ এবং প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা।

৯। সরকারি খরচে বিভিন্ন বিষয়ে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ লাভ এবং স্ব-উদ্যোগে কর্মসংস্থানের সুযোগ।

১০। প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্নদের জন্য সরকারি চাকুরীর শতকরা ১০টি পদ সংরক্ষিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আনসার ও ভিডিপি সদর দপ্তর
খিলগাঁও, ঢাকা।

স্মারক নং-টি/ক্লাব-সমিতি/১৬০/ভিডিপি তাং- ২৭/০৮/২০০৭খ্রিঃ

বিষয় : **আনসার ভিডিপি ক্লাব এবং সমিতি নীতিমালা**

সূত্র : ১। সদর দপ্তর স্মারক নং -১৯৮(প্রশিঃ)/ভিডিপি তারিখ ১৬/৪/৮৩ খ্রিঃ
২। সদর দপ্তর স্মারক নং-টি/ক্লাব-সমিতি/৩৪০/ভিডিপি তাং১৫/০৯/২০০৪ খ্রিঃ

১। ভূমিকা : আনসার ভিডিপি বাহিনীর কার্যক্রমকে সুসংগঠিত করা এবং সদস্য/সদস্যাদের চিত্তবিনোদন, আর্থিক উন্নয়নসহ সার্বিক সামাজিক উন্নয়ন সাধন—এই লক্ষ্য নিয়ে ২৬/৪/৮৩

CamScanner

সালে তৎকালীন মহাপরিচালক মহোদয়, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আনসার-ভিডিপি সদস্যদের জন্য ক্লাব এবং সদস্যাদের জন্য সমিতি গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গ্রামীণ জনগোষ্টির মাঝে ক্লাব এবং সমিতিগুলো তাদের লক্ষ্য অর্জণে অনেকটাই সফলতার সাথে এগিয়ে চলছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রথম মহিলা ব্যাটালিয়ন আনসার গঠন এবং মেয়েদের পুরুষদের পাশাপাশি এই বাহিনীতে কাজ করার সক্ষমতা ক্লাব এবং সমিতিগুলো একত্রে কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করে। এতদ্প্রেক্ষিতে ১৫-০৯-০৪ সালে ক্লাব ও সমিতিগুলোকে একত্রে সমিতিরুপে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু বিবিধ কারণে সংগঠনের এই উদ্যোগ ক্লাব-সমিতির পূর্বের কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম না হওয়ার কারনে সমিতিগুলোকে পুনরায় ক্লাব এবং সমিতিরূপে আলাদাভাবে কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

২। **ক্লাব/ সমিতির উদ্দেশ্য :** বাংলাদেশ আনসার-ভিডিপি বাহিনীর কার্যক্রমকে সুসংগঠিত করে সদস্য-সদস্যাদের আর্থিক উন্নয়নসহ সার্বিক সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা।

৩। **সদস্য-সদস্যাদের যোগ্যতা :** আনসার ও ভিডিপি সংগঠনের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের সাথে ঐকমত্য পোষণকারী মহিলা এবং পুরুষগণকে উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা সদস্যভুক্ত করবেন। সদস্যভুক্তির জন্য বয়স ১৮ থেকে ৫০ বছর হতে হবে। আনসার ও ভিডিপি সংগঠনের সদস্যভুক্তির পর সে ক্লাব/সমিতির সদস্য/সদস্যা হতে পারবে। সদস্য বলতে পুরুষ এবং মহিলা উভয় সদস্যকেই বুঝাবে। এলাকার দুর্নাম আছে বা অসামাজিক কাজের সাথে জড়িত ব্যক্তি ক্লাব/সমিতির সদস্য/সদস্যা হতে পারবেন না।

৪। **কমিটি গঠন (ক্লাব) :**

(ক) সাধারণ পরিষদ : ক্লাব-এর সকল সদস্যকে নিয়ে এর সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। সাধারণ পরিষদ প্রতি ৬ মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে। এই কমিটি সকল নীতি নির্ধারণ করবে।

(খ) কার্যনির্বাহী কমিটি : ক্লাব-এর সদস্যদের মধ্য হতে ৭ থেকে ১৩ জনকে নিয়ে একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে। এখন থেকে থানা/উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা পদাধিকার বলে এ কমিটির সভাপতি হবেন। এই কমিটি ২ সপ্তাহে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সমিতির সকল সাধারণ কার্যাদি পরিচালনা এবং সাধারণ পরিষদের নীতিমালা বাস্তবায়ন করবে। সাধারণ পরিষদের সভায় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন হবে।

(গ) উপদেষ্টা কমিটি : প্রয়োজনবোধ করলে স্থানীয় সরকারী কর্মচারী, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ৩/৪ জনকে নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটিও গঠন করা যেতে পারে। কার্যনির্বাহী কমিটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করবে। কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনবোধ করলে এই কমিটির সভা আহ্বান করবে।

(ঘ) সাব কমিটি : বিশেষ প্রকল্পের জন্য ৫/৭ জনকে নিয়ে সাবকমিটি গঠন করা যাবে। কার্যনির্বাহী কমিটি সাবকমিটি গঠন করবে। সাবকমিটি কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট দায়ী থাকবে।

কমিটি গঠন (সমিতি) :

(ক) সাধারণ পরিষদ : সমিতির সকল সদস্যাকে নিয়ে এর সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। সাধারণ পরিষদ প্রতি ৬ মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে। এই কমিটি সকল নীতি নির্ধারণ করবে।

CamScanner

(খ) কার্যনির্বাহী কমিটি : সমিতি-এর সদস্যাদের মধ্য হতে ৭ থেকে ১৩ জনকে নিয়ে একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে। এখন থেকে থানা/উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা পদাধিকার বলে এ কমিটির সভাপতি হবেন। এই কমিটি ২ সপ্তাহে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে এবং সমিতির সকল সাধারণ কার্যাদি পরিচালনা এবং সাধারণ পরিষদের নীতিমালা বাস্তবায়ন করবে। সাধারণ পরিষদের সভায় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন হবে।

(গ) উপদেষ্টা কমিটি : প্রয়োজনবোধ করলে স্থানীয় সরকারী কর্মচারী, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ৩/৪ জনকে নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটিও গঠন করা যেতে পারে। কার্যনির্বাহী কমিটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করবে। কার্যনির্বাহী কমিটি প্রয়োজনবোধ করলে এই কমিটির সভা আহ্বান করবে।

(ঘ) সাব কমিটি : বিশেষ প্রকল্পের জন্য ৫/৭ জনকে নিয়ে সাবকমিটি গঠন করা যাবে। কার্যনির্বাহী কমিটি সাবকমিটি গঠন করবে। সাবকমিটি কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট দায়ী থাকবে।

৫। আনসার ও ভিডিপি ক্লাব/ সমিতির কার্যক্রম

(ক) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা : ক্লাব/সমিতির প্রতিটি সদস্য/সদস্যা গ্রামীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। গ্রামের শান্তি-শৃঙ্খলা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবে। প্রয়োজনে নিকটস্থ থানা এবং উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তাকে কার্যক্রম অবহিত করবেন।

(খ) প্রশিক্ষণ : আনসার ও ভিডিপি বাহিনী কর্তৃক বিভিন্ন মৌলিক ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রামে সদস্য-সদস্যা এবং উৎসাহী লোকজনকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। এলাকায় সদস্য-সদস্যাদের চাহিদা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানব সম্পদ গড়ে তোলার জন্য নিজ উদ্যোগে প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে।

(গ) প্রকল্প : সদস্য-সদস্যাগণ ক্লাব/সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে স্ব-উদ্যোগে লাভজনক ক্ষুদ্র প্রকল্প গ্রহণ করবে। প্রয়োজন হলে জেলা এবং সদর দপ্তর হতে উক্ত প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করা হবে। জেলা অ্যাডজুট্যান্ট-এর মাধ্যমে সদর দপ্তরের অনুমোদনক্রমে এবং আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে অথবা অন্য কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের/ব্যাংকের অর্থায়নে লাভজনক প্রকল্প নেয়া যাবে।

(ঘ) সদস্য-সদস্যাদের চাঁদা আদায় : ক্লাব/সমিতির তহবিল বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাসিক ভিত্তিতে সদস্য-সদস্যাদের নিকট থেকে চাঁদা আদায় করবে। মাসিক চাঁদার হার ক্লাব/সমিতির সাধারণ সভায় নির্ধারণ করা হবে। তবে তা মাসিক ১০/- টাকার বেশি না হওয়া বাঞ্ছনীয়। উক্ত তহবিল হতে ক্লাব/সমিতির সদস্য-সদস্যাগণ ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। কোন সদস্য ন্যূনতম ২ বছর চাঁদা প্রদানের পর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে ক্লাব/সমিতির সদস্য/সদস্যা পদ প্রত্যাহার করলে অথবা বাতিল হলে তিনি নিজে অথবা তার উত্তরাধিকারী এ সঞ্চিত টাকা আবেদনের মাধ্যমে জেলা অ্যাডজুট্যান্ট-এর অনুমোদনক্রমে উত্তোলন করতে পারবেন।

(ঙ) খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম : এলাকার খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে উৎসাহিত ও পরিচালনা করবে।

(চ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ কার্যক্রম : বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, জলাবদ্ধতা ইত্যাদিতে জরুরী ভিত্তিতে কার্যক্রম ও নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

এছাড়া ক্লাব/সমিতি নিম্নোক্ত বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

CamScanner

ছ। শিক্ষা সম্প্রসারণ। জ। বৃক্ষরোপণ। ঝ। পরিবার পরিকল্পনা।
ঞ। মাদক নিরোধ কার্যক্রম। ট। যৌতুক নিরোধ কার্যক্রম।
ঠ। নারী ও শিশু পাচার রোধ। ড। নারীর ক্ষমতায়ন। ঢ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।
ণ। স্যানিটেশন। ত। চোরাচালান নিরোধ। থ। বিবিধ।

৬। ক্লাব/সমিতির আর্থিক সংকুলান : ক্লাব/সমিতি

নিম্নে উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে :

ক) সদস্য/সদস্যাদের মাসিক চাঁদা থেকে সংগৃহীত অর্থ।
খ) বাংলাদেশ ভিডিপি কল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান।
গ) কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক অনুদান।
ঘ) অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে প্রাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ।
ঙ) ক্লাব/সমিতির নামে পরিচালিত প্রকল্পের লভ্যাংশ।
চ) জেলা অ্যাডজুট্যান্ট-এর অনুমোদনক্রমে অন্য কোন আইনানুগ লাভজনক ক্ষে
বাংলাদেশ ভিডিপি কল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান প্রাপ্তির পর অনুদান থেকে গৃহীত প্রক
গ্রহণযোগ্য সময়ে লাভ না হলে অথবা সমিতির মূলধন থেকে লোকসান হলে ভবিষ্যা
একই খাত থেকে আর কোন অনুদান দেয়া হবে না।
লাভজনক ক্লাব/সমিতিকেই বাংলাদেশ ভিডিপি কল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান প্রদা
বিবেচনা করা হবে।

৭। অডিট : ক্লাব/সমিতির নিজস্ব অডিট কমিটি কর্তৃক প্রতি তিন মাসে একবার অডিট করা
হবে। বাৎসরিক অডিট (জুলাই-জুন) জেলা অ্যাডজুট্যান্ট কর্তৃক মনোনীত কমিটি কর্তৃক ক
হবে। তিনি সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরে প্রতি বছর ৩১ আগস্ট এর মধ্যে জেলার সক
ক্লাব/সমিতির পূর্ববর্তী অর্থবছরের অডিট রিপোর্ট প্রেরণ করবেন।

৮। অপরাধ, শাস্তি, আপিল : ক। অপরাধ : ক্লাব/সমিতির কোন সদস্য/সদস্যদের দুর্নীতি
স্বজনপ্রীতি, অসামাজিক কাজ, মাসিক সভায় পর পর তিনবার অনুপস্থিত, মাসিক চাঁদা তি
মাসের বাকি, সভার সিদ্ধান্ত অমান্য, কর্তব্যে অবহেলা, অথবা কার্যনির্বাহী কমিটি নিষ্ক্রিয় হ
পড়লে, কমিটি অথবা কমিটির কোন সদস্য/সদস্যগণ সমিতির সম্পত্তি অপব্যবহার করে
সমিতির সম্পত্তি আত্মসাৎ করলে বা করার চেষ্টা করলে, অপচয়ে জড়িত হলে, ক্লাব/সমিতি
বা সংগঠনের স্বার্থের পরিপন্থী যে কোন কার্যকলাপে জড়িত হলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদা
করা যাবে।

খ। শাস্তি প্রদানের পদ্ধতি : অভিযোগের তদন্তপূর্বক জেলা অ্যাডজুট্যান্ট নিম্নলিখিত শাস্তি
প্রদান করবে। (১) ক্লাব/সমিতি থেকে বহিষ্কার (২) আর্থিক জরিমানা/ক্ষতিপূরণ আদা
(৩) কার্যনির্বাহী কমিটি/উপদেষ্টা কমিটি/সাব-কমিটি বাতিল করা (৪) ক্লাব/সমিতি থেকে
বহিষ্কার করা (৫) আনসার ভিডিপি সংগঠন থেকে বহিষ্কার (সদর দপ্তরের
অনুমোদনক্রমে) (৬) আইনানুগ যে কোন ব্যবস্থা।
উক্ত যে কোন শাস্তির জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতির মতামতের প্রেক্ষিতে জেলা
অ্যাডজুট্যান্ট তদন্তপূর্বক শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

গ। আপিল : পরিচালক (প্রশিক্ষণ) আনসার ও ভিডিপি সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা-এর
বরাবরে শাস্তি প্রদানের ৩০ কার্য দিবসের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/কমিটি আপিল করতে
পারবেন। পরিচালক (প্রশিক্ষণ) আপিলের প্রেক্ষিতে শাস্তি কমানো, বাড়ানো, মওকুফ
অথবা অন্য কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবেন।

ঘ। আবেদন : আপিল সিদ্ধান্তের বিষয়ে ১৫ কার্য দিবসের মধ্যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি
মহাপরিচালক মহোদয়ের বরাবরে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে
মহাপরিচালক মহোদয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

CamScanner

৯। **উপহার সামগ্রী :** আনসার ভিডিপি ক্লাব/সমিতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হলে উৎসাহ প্রদানের জন্য সদর দপ্তর থেকে ক্ষেত্র অনুযায়ী বিভিন্ন উপকরণ প্রদান করে উৎসাহ প্রদান করা হবে। যেমন :

ক। টেলিভিশন খ। রেডিও গ। উল বুনন মেশিন ঘ। সেলাই মেশিন
ঙ। টর্চ চ। ছাতা ছ। ঘড়ি জ। হারিকেন
ঝ। পোশাক ঞ। খেলাধুলার সরঞ্জাম ট। বাইসাইকেল ঠ। অন্যান্য উপকরণ।

জেলা অ্যাডজুট্যান্ট ক্লাব/সমিতির কর্মতৎপরতা বিবেচনা করে পুরস্কার প্রদান করতে পারবেন। নিজের চিকিৎসা, লেখাপড়া, বিবাহ বাবদ নগদ অর্থ প্রাপ্তির জন্য জেলা অ্যাডজুট্যান্ট ভিডিপি কল্যাণ সমিতির নীতিমালা অনুযায়ী সুপারিশসহ প্রস্তাব আনসার ভিডিপি সদর দপ্তরে প্রেরণ করবেন। সরকারী কোন অর্থ পাওয়া গেলে তা ক্লাব/সমিতির পূর্বে দাখিলকৃত চাহিদা মোতাবেক জেলা অ্যাডজুট্যান্ট-এর অনুমোদনক্রমে খরচ করতে হবে।

১০। **ক্লাব/সমিতির রেজিস্টার/রশিদ :** ক্লাব/সমিতিতে নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার থাকতে হবে :

ক। সদস্য/সদস্যাভুক্তির রেজিস্টার।
খ। সাধারণ সভা/কার্যনির্বাহী সভার রেজুলেশন রেজিস্টার।
গ। প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় রেজিস্টার।
ঘ। ক্যাশ বই। প্রত্যেক প্রকল্পের জন্য ভিন্ন ক্যাশ বই থাকবে।
ঙ। চাঁদার রশিদ বই। চ। নোটিশ রেজিস্টার।
ছ। মালামাল মজুদ রেজিস্টার। জ। মাসিক চাঁদার রেজিস্টার।
ঝ। পরিদর্শন রেজিস্টার। ঞ। অন্যান্য প্রয়োজনীয় রেজিস্টার।

১১। স্মারক নং-১৯৮ (প্রশিঃ)/ভিডিপি, তারিখ : ১৬-০৪-১৯৮৩ ইং মূলে জারীকৃত ভিডিপি ক্লাব/সমিতি গঠন ও রেজিস্ট্রেশন পত্র এবং স্মারক নং-টি/ক্লাব-সমিতি/৩৪০/ভিডিপি তাং১৫/০৯/২০০৪ খ্রিঃ মূলে জারীকৃত আনসার ও ভিডিপি সমিতি নীতিমালা পত্র বাতিল করা হলো।

ইহা কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে জারী করা হলো।

পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদর দপ্তর, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
খিলগাঁও, ঢাকা।

পুলিশ কর্তৃক ভিডিপি সদস্যদের গ্রেফতারের জন্য পূর্বানুমতি নেয়ার পত্র

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Home Affairs
Village Defence Wing

No. VDP-79/79-338 Dated : Dhaka, the 9th Oct 79

From : Mirza Anwar Ahmed
Deputy Secretary

To : The Irispector General of Police
Bangladesh, Dhaka.

The Undersigned is directed to say that it has been decided by the Goverment that the police should not arrest any member of the village

CamScanner